

শিখনফল

- ✓ নিম্নবিত্ত ব্যক্তির হঠাৎ বিত্তশালী হয়ে ওঠার ফলে সমাজে পরিচয় সংকট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- ✓ তৎকালীন সমাজ-সভ্যতা ও মানবতার অবমাননা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ✓ তৎকালীন সমাজের পণপ্রথার কুপ্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ✓ তৎকালে সমাজে ভদ্রলোকের স্বভাববৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে।
- ✓ নারী কোমল ঠিক, কিন্তু দুর্বল নয়- কল্যাণীর জীবনচরিত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সত্য অনুধাবন করতে পারবে।
- ✓ মানুষ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে- অনুপমের দৃষ্টান্তে মানবজীবনের এই চিরন্তন সত্যদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে।

প্রাক-মূল্যায়ন

১। অনুপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?

- ক) ডাক্তারি খ) ওকালতি গ) মাস্টারি ঘ) ব্যবসা

২। মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলার কারণ, তার-

- ক) প্রতিপত্তি খ) প্রভাব গ) বিচক্ষণতা ঘ) কূট বুদ্ধি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিতৃহীন দীপুর চাচাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। দীপু শিক্ষিত হলেও তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। চাচা তার বিয়ের উদ্যোগ নিলেও যৌতুক নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে কন্যার পিতা অপমানিত বোধ করে বিয়ের আলোচনা ভেঙে দেন। দীপু মেয়েটির ছবি দেখে মুগ্ধ হলেও তার চাচাকে কিছুই বলতে পারেননি।

৩। দীপুর চাচার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?

- ক) হরিশের খ) মামার গ) শিক্ষকের ঘ) বিনুর

৪। উক্ত চরিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে -

- i) দৌরাশ্র ii) হীনম্মন্যতা iii) লোভ

নিচের কোনটি ঠিক?

- ক। i ও ii খ। ii ও iii গ। i ও iii ঘ। i, ii ও iii

৫. অনুপমের বয়স কত বছর?

- ক) পঁচিশ খ) ছাব্বিশ গ) সাতাশ ঘ) আটাশ

কতগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে?

SL	Ans	SL	Ans	SL	Ans	SL	Ans	SL	Ans
১	খ	২	গ	৩	খ	৪	ক	৫	গ

শব্দার্থ ও টীকা	
মূল শব্দ	শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা
এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে	গল্পের কথক চরিত্র অনুপমের আত্মসমালোচনা। পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।
ফলের মতো গুটি	গুটি এক সময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা।
অন্নপূর্ণা	অন্নে পরিপূর্ণা। দেবী দুর্গা।
গজানন	দেবী দুর্গার দুই পুত্র; অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। দুর্গার কোলে থাকা দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ।
আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।	ভূষণ, প্রসাধন, শোভা। ভাষার মাধুর্য ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এমন গুণ।
ফল্গু	ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী। নদীটির ওপরের অংশে বালির আস্তরণ কিন্তু ভেতরে জলস্রোত প্রবাহিত।
ফল্গুর বালির মতন তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।	অনুপম তার মামার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কথ্যটি বলেছে। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা এখানে উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে
গণ্ডু	একমুখ বা এককোষ জল
অন্তঃপুর	অন্দরমহল। ভেতরবাড়ি
স্বয়ংবরা	যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে
গুড়গুড়ি	আলবোলা। ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত হুকাবিশেষ
বাঁধা হুঁকা	সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলে তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ
উমেদারি	প্রার্থনা। চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া।
অবকাশের মরুভূমি এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।	আনন্দহীন প্রচুর অবসর বোঝানো হয়েছে। লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। মঙ্গলঘট তার প্রতীক। কল্যাণীদের বংশে একসময় লক্ষ্মীর কুপায় ঐশ্বর্যের ঘট পূর্ণ ছিল।
পশ্চিমে আন্ডামান দ্বীপ	এখানে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে।
কোন্নগর	ভারতীয় সীমানাভুক্ত বঙ্গোপসাগরের দ্বীপবিশেষ। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে রাজবন্দিদের নির্বাসন শাস্তি দিয়ে আন্ডামান বা আন্দামানে পাঠানো হতো।

শব্দার্থ ও টীকা	
মূল শব্দ	শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা
মনু-সংহীতা	বিধানকর্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ।
মনু-সংহীতা	মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ।
প্রজাপতি	জীবের স্রষ্টা। ব্রহ্মা। ইনি বিয়ের দেবতা।
পঞ্চশর	মদনদেবের ব্যবহার্য পাঁচ ধরনের বাণ।
কলস্ট	নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।
সেকরা	স্বর্ণকার, সোনার অলংকার প্রস্তুতকারক
বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীতসরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম	অনুপম নিজের বিবাহযাত্রার পরিস্থিতি বর্ণনায় সুরশূন্য বিকট কোলাহলকে সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছে।
অভিষিক্ত	অভিষেক করা হয়েছে এমন
সওগাঁদ	উপটোকন। ভেট।
দেওয়া-খোওয়া	যে পাথরে ঘষে সোনার খাঁটিত্ব পরীক্ষা করা হয়
কষ্টিপাথর	আলবোলা। ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত হকাবিশেষ
মকরমুখো মোটা একখানা বাল্য	মকর বা কুমিরের মুখাকৃতিযুক্ত হাতে পরিধেয় অলংকারবিশেষ
এয়ারিং	কানের দুল। Earring
দক্ষযজ্ঞ	প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এ যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব অনুচরসহ যজ্ঞস্থলে পৌঁছে যজ্ঞ ধ্বংস করে দেন এবং সতীর শব কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয় নৃত্যে মত্ত হন। এখানে প্রলয়কাণ্ড বা হট্টগোল বোঝাচ্ছে।
রসনচৌকি	শানাই, ঢোল ও কাঁসি- এই তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদন
অদ্র	এক ধরনের খনিজ ধাতু। Mica
অভ্রের ঝাড়	অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি।
মহানির্বাণ	সবরকমের বন্ধন থেকে মুক্তি।
কলি	পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। কলিযুগ।
কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল।	কলিকাল পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল।

শব্দার্থ ও টীকা	
মূল শব্দ	শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা
পাকযন্ত্র	পাকস্থলী
প্রদোষ	সন্ধ্যা
একচক্ষু লণ্ঠন	মাটির খোলের দুপাশে চামড়া লাগানো এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র
গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল	চলন্ত রেলগাড়ির অবিরাম ধাতব ধ্বনি বোঝানো হয়েছে
ধুয়া	গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে।
জড়িমা	আড়ষ্টতা। জড়ত্ব।
মঞ্জরী	কিশলয়যুক্ত কচি ডাল। মুকুল
একপত্তন	একপ্রস্থ
কানপুর	কল্যাণী যে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, অনুপমের এই আত্মোপলব্ধি এখানে প্রকাশিত।

মূল আলোচ্য বিষয়

মূল গল্প

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুনের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন। কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাশ করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। **ছেলেবেলায়**

আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড় লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং



পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিইয়াই প্রকাশ পায়। আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্র পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ-বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না।

আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অল্পপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্গুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডুষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না। কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝগড়া নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে- বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বর হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত।

তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহোক শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, “ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।”

কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাশ করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধু ধু করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদরি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই- থাকিবার মধ্যেও ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয়
তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা
দেখিতেছিল- আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে
তাহার নিঃশ্বাস, তরুণমর্মে তাহার গোপন কথা।
এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, “মেয়ে যদি
বল, তবে-”। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে



বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়ে বর্ণনা করিবার শক্তিতে তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।
আমি হরিশকে বলিলাম, “একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখ।”

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি।

এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারাই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এসব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই- বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুজিয়া পান না। একে তো বরের ঘাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন- কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রচনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোল্লগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিসতুতো ভাই। তাহার মতো রুচি এবং দক্ষতার ‘পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,

“মন্দ নয় হে! খাটি সোনা বটে!” বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি ‘চমৎকার’ সেখানে তিনি বলেন ‘চলনসই’। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই

কলিকাতা আসিতে হইল। কন্যার পিতা শম্ভুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। **বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।**

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল- ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শম্ভুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না- কোনো ফাঁকে একটা বা হু বা হ্যাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। **বেহাই-সম্পদায়েঁর আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন।** শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল।

আমি নিজে এসমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কি স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা, এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ-ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধুম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-শুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কল্লার্ট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরতে আমার শরীর যেন গহনার নিলামে চলিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবি জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে

সর্বাস্থে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী স্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।



মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠান্ডা। তাঁর বিনয়টা অজস্র নয়। মুখে তো কথাই নাই কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপুল-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়ে মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কলস্ট পাটির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিব্যক্তি করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই এটা এসপার-ওসপার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিইয়া বলিলেন, “বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।”

ব্যাপারখানা এই। -সকলে না হউক, কিন্তু কোনো লক্ষ ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন-বিবাহাচার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা



ঠিক করিয়াছিলেন- দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির সেকরাকে সুদৃঢ় সঙ্গেশানিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোশে এবং সেকরা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেঝেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, “তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কি বল।”

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, “ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।”

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিলেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?”

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

“আচ্ছা বাবা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।” এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, “অনুপম এখানে কি করিবে। ও সভায় গিয়ে বসুক।”

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, “না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।”

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্তপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা- হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়- যেমন মোটা তেমনি ভারী।

সেকরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, “এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই-এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।”

এই বলিয়া যে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।
মামা তখনই নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে।
হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার
কথা এগুলি সংখ্যায়, দরে এবং ভারে অনেক
বেশি। গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল।
শম্ভুনাথ সেইটে সেকরার হাতে দিয়া বলিলেন,
“এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।”
সেকরা কহিল, “ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার
ভাগ সামান্যই আছে।”



শম্ভুবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, “এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।”
মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।
মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না
এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার
করিয়া বলিলেন, “অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়া
বোসো গো।”

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, “না, এখন সভায় বসিতে
হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া
দিই।”



মামা বলিলেন, “সে কী কথা। লগ্ন-”

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, “সেজন্য কিছু ভাবিবেন না- এখন উঠুন।”

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে
হইল। বরযাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, “সে কি কথা। বিবাহের
পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।”

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি কি বল।
বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?”

মূর্তিমতি মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা-উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে
পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, “আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন
করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে-”

মামা বলিলেন, “তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।”

শম্ভুনাথ বলিলেন, “তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?”

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।”

শম্ভুনাথ কহিলেন, “ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।”

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রইলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, “আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই। তারপরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লুঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাইর হইয়া গেল। বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কন্সর্ট একসঙ্গে বাজিল না এবং অন্দের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আশুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল!

সকলে বলিল, “দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।” কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।



সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড়ো সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন্ নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বলাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, ‘বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল—পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।’

‘বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব’ বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, পোঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্রোতের পাশাপাশি আর-একটা স্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমতা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব।

আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি— কেবল আর একটিমাত্র পাতার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!



এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্মৃতিস্তম্ভের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বই-কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক- একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না? যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না? হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না?

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এ দিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, “আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।” হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, “মা, তোর কী হইয়াছে বল্ আমাকে।” মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, “কই, কিছুই তো হয় নি বাবা।” বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে।

তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফাঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, “বেশ তো, আর-একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।” কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, “যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম, তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও—

আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গো।” তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নব-বর্ষার জল পড়িল, স্নান ফুলটি মুখ তুলিল—এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত—আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নীচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, “শিগগির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।”

মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচম্কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি-মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে



বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম।

সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি - চঞ্চল কালের ক্ষুদ্র হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ।

কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি - চঞ্চল কালের ক্ষুদ্র হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার চেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিস্রব কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধূয়া- “গাড়িতে জায়গা আছে।” আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে-শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফাস্ট ক্লাসের টিকিট—মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্ল্যাটফর্মে সাহেবদের আদালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড়ো জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফাস্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না—এখানে জায়গা আছে।”

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধূয়া- “জায়গা আছে।” ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই।

সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি

চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল - গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে - কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখন্ড আনন্দের ছবি আছে - তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না। এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স শোভো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোন জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি, সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল



না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেয়ে অধিক - রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না- ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই-তাহারই কোন একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে।

তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন, গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝর্না ঝরিয়া পড়ে।

তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার

সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া
তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি
তাহার আকাশ দিয়া বেঁটন করিয়াছে সে ঐ
তরুণীরই অক্লান্ত অম্লান প্রাণের বিশ্বব্যাপী



বিস্তার।—পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠো চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই।

বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশী রেলওয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, “এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।”

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, “না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।”
সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, “না ছাড়িয়া উপায় নাই।”

কিন্তু, মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া
আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, “আমি দুঃখিত, কিন্তু-”

শুনিয়া আমি ‘কুলি কুলি’ করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল,
“না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।”

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশনমাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, “এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ
করা, এ কথা মিথ্যা কথা।” বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশনমাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, “এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ
করা, এ কথা মিথ্যা কথা।” বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া

স্টেশনমাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, “এ গাড়ি
আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।”

বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে
ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।



ইতিমধ্যে আদালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব

দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আদালিকে প্রথমে ইশারা
করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু
স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল,

গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা

গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল।

মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-

মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায়

জানলার বাহিরে মুখে বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত-স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া
আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী মা।”

মেয়েটি বলিল, “আমার নাম কল্যাণী।”

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

“তোমার বাবা-”

“তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শম্ভুনাথ সেন।”

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি **কানপুরে** আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শম্ভুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে।

কল্যাণী বলে, “আমি বিবাহ করিব না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন।”

সে বলিল, “মাতৃ-আজ্ঞা।”

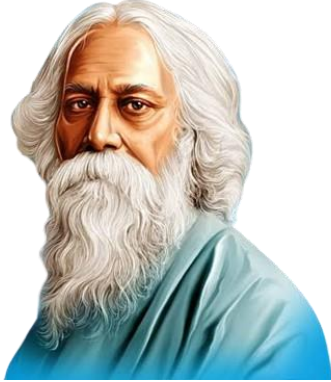
কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে—সে যেন কোন ওপারের বাঁশি- আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল - সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই- যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল “জায়গা আছে” , সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। **তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ।** এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা-জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই - আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। **ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না;** কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

লেখক পরিচিতি

নাম	প্রকৃত নাম: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছদ্মনাম: ভানুসিংহ ঠাকুর।	
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ: ৭ মে, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) জন্মস্থান: জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত।	
বংশ পরিচয়	পিতার নাম: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতার নাম: সারদা দেবী। পিতামহের নাম: প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।	
শিক্ষাজীবন	রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনে তাঁর কোনো ক্রটি হয়নি।	
পেশা/ কর্মজীবন	১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার আদেশে বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশুনা করেন। এ সূত্রে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন অনন্য চিত্রশিল্পী, অনুসন্ধিৎসু বিশ্বপরিব্রাজক, দক্ষ সম্পাদক এবং অসামান্য শিক্ষা-সংগঠক ও চিন্তক। নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহী হলেও 'বিশ্বভারতী' নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি স্থাপনিক ও প্রতিষ্ঠাতা।	
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ: মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পুরবী, পুনশ্চ, বিচিত্রা, সঁজুতি, জন্মদিনে, শেষ লেখা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস: চোখের বালি, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, রাজর্ষি, শেষের কবিতা প্রভৃতি। নাটক: অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি। প্রবন্ধগ্রন্থ: বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, কালান্তর, সভ্যতার সংকট ইত্যাদি। ভ্রমণকাহিনী: জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্য, রাশিয়ার চিঠি, যুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, যুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি।	
পুরস্কার ও সম্মাননা	'গীতাঞ্জলি' এবং অন্যান্য কাব্যের কবিতার সমন্বয়ে স্বঅনুদিত Song Offerings গ্রন্থের জন্য প্রথম এশীয় হিসেবে, নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯১৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৩৬), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৪০)।	
জীবনাবসান	৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।	

পাঠ পরিচিতি

“অপরিচিতা” প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন ‘গল্পসপ্তক’-এ এবং পরে, ‘গল্পগুচ্ছ’ তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)। “অপরিচিতা” গল্পে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম কল্যাণী। অমানবিক যৌতুক প্রথার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতঃপূর্বে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই গল্পেই প্রথম যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনালেন তিনি। এ গল্পে পিতা শম্ভুনাথ সেন এবং কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্রবীক্ষা ও আচরণে সমাজে গেড়ে-বসা ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং কল্যাণীর দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি স্বার্থক। “অপরিচিতা” উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প। গল্পের কথক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তাকে দেখলে আজো মনে হয়, সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। তারই বিয়ে উপলক্ষ্যে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে শম্ভুনাথ সেনের কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি গল্পটির শীর্ষ মুহূর্ত। অনুপম নিজের গল্প বলতে গিয়ে ব্যঙ্গার্থে জানিয়ে দিয়েছে সেই অঘটন সংঘটনের কথাটি। বিয়ের লগ্ন যখন প্রস্তুত তখন কন্যার লগ্নদ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তুলেছে। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশও ভবিষ্যতের নতুন নারীর আগমনীর ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত। ‘অপরিচিতা’ মনস্তাপে ভেঙেপড়া এক ব্যক্তিত্বরহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্ফালনের অকপট কথামালা। অনুপমের আত্মবিবৃতির সূত্র ধরেই গল্পের নারী কল্যাণী অসামান্য হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফূরণ যেমনঘটেছে, তেমনি একই সঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।



পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী

১। অনুপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?

(ক) ডাক্তারি (খ) ওকালতি (গ) মাস্টারি (ঘ) ব্যবসা উত্তর: খ

২। মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলার কারণ, তার-

(ক) প্রতিপত্তি (খ) প্রভাব (গ) বিচক্ষণতা (ঘ) কূট বুদ্ধি উত্তর: খ

৩। দীপুর চাচার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?

(ক) হরিশের (খ) মামার (গ) শিক্ষকের (ঘ) বিনুর উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: অনুপমের পিতার মৃত্যুর পর তার মামাই তাদের পরিবারের দায়িত্ব নেন। পরিবারে তার প্রভাবের কথা বোঝাতেই অনুপম মামাকে 'ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট' বলে।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিতৃহীন দীপুর চাচাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। দীপু শিক্ষিত হলেও তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। চাচা তার বিয়ের উদ্যোগ নিলেও যৌতুক নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে কন্যার পিতা অপমানিত বোধ করে বিয়ের আলোচনা ভেঙে দেন। দীপু মেয়েটির ছবি দেখে মুগ্ধ হলেও তার চাচাকে কিছুই বলতে পারেননি।

৩। দীপুর চাচার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?

(ক) হরিশের (খ) মামার (গ) শিক্ষকের (ঘ) বিনুর উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: দীপুর চাচা ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার লোভ সীমাহীন। তারা উভয়েই যৌতুকলোভী। এই লোভী মানসিকতার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে মিল রয়েছে।

৪। উক্ত চরিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে-

- দৌরাশ্রয়
- হীনম্মন্যতা
- লোভ

নিচের কোনটি ঠিক?

(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii উত্তর: খ

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন- ১: মা মরা ছোট মেয়ে লাভনি আজ শ্বশুরবাড়ি যাবে। সুখে থাকবে এই আশায় দরিদ্র কৃষক লতিফ মিয়া আবাদের সামান্য জমিটুকু বন্ধক রেখে পণের টাকা যোগাড় করলেন। কিন্তু তাতেও কিছু টাকার ঘাটতি রয়ে গেল। এদিকে বর পারভেজের বাবা হারুন মিয়ার এক কথা সম্পূর্ণ টাকা না পেলে তিনি ছেলেকে নিয়ে চলে যাবেন। বিষয়টি পারভেজের কানে গেলে সে বাপকে সাফ জানিয়ে দেয়, 'সে দরদাম বা কেনাবেচার পণ্য নয়। সে একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী করতে এসেছে, অপমান করতে নয়। ফিরতে হলে লাভনিকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ফিরবে।'

ক. শম্ভুনাথ সেকরার হাতে কী পরখ করতে দিয়েছিলেন?

খ. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুপম ও পারভেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাভনিরা অপমানের শিকার হয়- মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

সমাধান:

ক. শম্ভুনাথ সেকরার হাতে একজোড়া এয়ারিং পরখ করতে দিয়েছিলেন।

খ. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে অনুপমের আক্ষেপ ও অসহায়ত্বকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশে বিয়েতে প্রায়শই দেখা যায় যে, প্রতিশ্রুত ও প্রদত্ত যৌতুকের অসংগতির কারণে বরের বাবা বিয়েতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু অনুপমের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। তার মামার যৌতুক গ্রহণের প্রবণতা, লোভ এবং হীন মানসিকতার পরিচয় পেয়ে শম্ভুনাথ সেন মেয়ের আশীর্বাদের এয়ারিং ফিরিয়ে দেন এবং বিয়ে ভেঙে দেন। এতে অনুপমের মনে হয়েছে শম্ভুনাথ বাবু যেন বর অনুপমকেই বিয়ের আসর থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যা বাংলাদেশে বিরল ঘটনা।

গ. অপরিচিতা' গল্পের অনুপম ও উদ্দীপকের পারভেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বৈপরীত্য দেখা যায়।

অনেক যুবক আছে যারা উচ্চশিক্ষিত হলেও তাদের মানস সুগঠিত নয়। তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে না। পরিবারতন্ত্রের চাপে সিদ্ধান্তের জন্য পরিবারের কর্তব্যক্তিদের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও তারা পরিবারের পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করে।

উদ্দীপকের পারভেজ স্পষ্টবাদী ও ব্যক্তিত্ববান। সে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে। এ কারণেই সে যৌতুকলোভী বাবার কথার বাইরে গিয়ে বিয়ের কথা বলেছে। সে কোনো দরদাম বা বেচাকেনার পণ্য নয়। সে একজনকে জীবনসঙ্গী করতে এসেছে, অপমান করতে নয়। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমও শিক্ষিত, মার্জিত।

কিন্তু স্পষ্ট কথা বলার মতো সাহস তার নেই। নিজের সিদ্ধান্ত সে নিজে নিতে পারে না। সেকরা দিয়ে গহনা যাচাই যে কনেপক্ষের অপমান তা অনুপম বুঝতে পারে না। এতে তার ব্যক্তিত্বহীনতার চরম প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এসব দিক বিচারে বলা যায় যে, উদ্দীপকের পারভেজ এবং গল্পের অনুপম পরস্পরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনিরা অপমানের শিকার হয়- মন্তব্যটি যথার্থ।

যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বর্তমানে এটি আমাদের সমাজে ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। বরপক্ষের দাবি পূরণ করতে কন্যার পিতাকে কখনো কখনো সর্বস্বান্ত হতে হয়। বিয়েতে যারা যৌতুক দাবি করে তারা আত্মসম্মানবোধহীন ও অমানবিক।

উদ্দীপকে যৌতুকলোভী ব্যক্তি হারুন মিয়া। তার অন্যায় আবদারের কারণে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা লতিফ মিয়া নিজের সামান্য আবাদি জমি বন্ধক রেখে পণের টাকা জোগাড় করেছেন। পণের সামান্য টাকা বাকি থাকায় হারুন মিয়া বিয়ে ভেঙে দিতে চান। উদ্দীপকের হারুন মিয়ার মতো গল্পের অনুপমের মামাও যৌতুকলোভী। তাদের দুজনের মানসিকতার কারণে কল্যাণী ও লাবনি অপমানের শিকার হয়।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের মামা বিয়েতে নগদ টাকা ও গহনা পণ হিসেবে দাবি করেন। পিতা শম্ভুনাথ সেন এতে সম্মত হন। বিয়ের অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণ আগে অনুপমের মামা কন্যার বাবাকে তার মেয়ের গা থেকে গহনাগুলো খুলে আনতে বলেন সেকরা দিয়ে সেগুলো যাচাই করে দেখার জন্য। অনুপমের মামার এ ধরনের আচরণ ও কথাবার্তায় তার হীনতা, লোভ ও অমানবিকতা প্রকাশ পায়। উদ্দীপকের হারুন মিয়াও যৌতুকের সম্পূর্ণ টাকা ছাড়া ছেলেকে বিয়ে করাবেন না বলে জানিয়ে দেন। এরা দুজনেই লোভের কারণে দুজন নারীকে অপমান করে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রয়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

বিগত বছরের প্রশ্ন

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

- ১। "সে নিজের চারদিকের সকলের চেয়ে অধিক- রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরির মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সেই গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে"- কে? [ঢা. বো. '২২]
- (ক) বিলাসী (খ) আহ্লাদী (গ) জমিলা (ঘ) কল্যাণী উত্তর: ঘ
- ২। 'অপরিচিতা' গল্পের শীর্ষ-মুহূর্ত (গ্রন্থিবন্ধন) কোনটি? [ঢা. বো. '২২]
- (ক) শম্ভুনাথ সেনের কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতির ক্ষণ
(খ) ট্রেনে কল্যাণীর সাক্ষাৎলাভ মুহূর্ত
(গ) সেকরা কর্তৃক গহনা পরীক্ষার মুহূর্ত
(ঘ) গায়ে-হলুদ মুহূর্ত উত্তর: ক
- ৩। "যে গাছে সে ফুটিয়াছে সেই গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে।"- এই বর্ণনায় কল্যাণীর কোন বিশেষ দিকের কথা বলা হয়েছে? [রা. বো. '২২]
- (ক) সাজসজ্জা (খ) মার্জিত সুরুটি (গ) সৌন্দর্য (ঘ) উদাসীনতা উত্তর: খ
- ৪। 'অপরিচিতা' গল্পে গল্প বলায় পটু কে? [রা. বো. '২২]
- (ক) অনুপম (খ) মামা (গ) বিনুদা (ঘ) হরিশ উত্তর: ঘ
- ৫। 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার গহনা মাপার মধ্য দিয়ে মামার কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে? [য. বো. '২২]
- (ক) কপটতা (খ) অবিশ্বাস (গ) অপমান (ঘ) হীনম্মন্যতা উত্তর: ঘ
- ৬। 'অপরিচিতা' গল্পে রেলকর্মচারী কতটি টিকিট বেঞ্চে ঝুলিয়েছিল? [য. বো. '২২]
- (ক) একটি (খ) দুইটি (গ) তিনটি (ঘ) চারটি উত্তর: খ
- ৭। 'অপরিচিতা' গল্পে 'কল্যাণী' বিয়েতে কোন রঙের শাড়ি পরেছে বলে অনুপম কল্পনা করে? [কু. বো. '২২]
- (ক) হলুদ (খ) বেগুনি (গ) নীল (ঘ) লাল উত্তর: ঘ
- ৮। 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বিয়ে না করার সিদ্ধান্তের কারণ কী ছিল? [চ. বো. '২২]
- (ক) লোকলজ্জা (খ) পিতৃ আদেশ (গ) আত্মমর্যাদা (ঘ) অপবাদ উত্তর: গ
- ৯। 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই'- এই উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? [চ. বো. '২২]
- (ক) দুর্বলতা (খ) বদান্যতা (গ) বলিষ্ঠতা (ঘ) হীনম্মন্যতা উত্তর: গ
- ১০। 'অপরিচিতা' গল্পের কথকের নাম কী? [ব. বো. '২২]
- (ক) অনুপম (খ) কল্যাণী (গ) শম্ভুনাথ (ঘ) হরিশ উত্তর: ক
- ১১। কে অনুপমকে শিমুল ফুলের সাথে তুলনা করতেন? [দি. বো. '২২]
- (ক) মামা (খ) বিনুদাদা (গ) পণ্ডিতমশাই (ঘ) হরিশ উত্তর: গ
- ১২। অনুপমের মামার সাথে করে সেকরা নিয়ে যাওয়ার কারণ- [দি. বো. '২২]
- (ক) মায়ের অনুরোধ (খ) লোকবল বৃদ্ধি (গ) বন্ধুত্বের খাতির (ঘ) বিশ্বাসের অভাব উত্তর: ঘ

১৩। 'তবে চলুন আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই'- উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে শম্ভুনাথ বাবুর- [ম. বো. '২২]

(ক) ভদ্রতা (খ) দায়িত্ব (গ) প্রত্যাখ্যান (ঘ) প্রতিরোধ উত্তর: গ

১৪। কল্যাণীকে বিয়ে না দেওয়ার কারণ কী? [ম. বো. '২২]

(ক) অভিমান (খ) আত্মসম্মানবোধ (গ) অহংকার (ঘ) রাগ উত্তর: খ

১৫। "তিনি কোনোমতেই কারো কাছে ঠকিবেন না।"- 'তিনি' বলতে 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে বোঝানো হয়েছে?

[ঢা. বো. '১৯]

(ক) মামা (খ) শম্ভুনাথ (গ) হরিশ (ঘ) অনুপম উত্তর: ক

১৬। আসর জমাতে অদ্বিতীয় কে? [রা. বো. '১৯; চ. বো. '১৭]

(ক) অনুপম (খ) কল্যাণী (গ) বিনুদাদা (ঘ) হরিশ উত্তর: ঘ

১৭। শ্বশুরের সামনে অনুপমের মাথা হেঁট করে রাখার কারণ কী? [কু. বো. '১৯]

(ক) শ্বশুরের ব্যবহারে (খ) লজ্জায়

(গ) বিয়ের আয়োজন দেখে (ঘ) মামার গহনা পরীক্ষার কারণে উত্তর: ঘ

১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? [চ. বো. '১৯]

(ক) ১৮৩৮ (খ) ১৮৪১ (গ) ১৮৬১ (ঘ) ১৮৯৯ উত্তর: গ

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? [সি. বো. '১৯]

(ক) ১৮৯১ (খ) ১৮৯৪ (গ) ১৯৪১ (ঘ) ১৯৪৬ উত্তর: গ

২০। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্ডামান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন।"- 'অপরিচিতা' গল্পের এ উক্তি মামার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো- [দি. বো. '১৯]

(ক) ধর্মনিষ্ঠা (খ) দেশপ্রেম (গ) কুসংস্কার (ঘ) কুপমণ্ডকতা উত্তর: ঘ

২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? [ঢা. বো. '১৭]

(ক) ১৯০৭ (খ) ১৯১৩ (গ) ১৯১৭ (ঘ) ১৯২১ উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

২২। কোন ঘটনায় অনুপমের মন 'পুলকের আবেশে' ভরে গিয়েছিল? [য. বো. '১৭]

(ক) বিনুদা কর্তৃক মেয়ে পছন্দ হওয়া (খ) বিবাহের দিন-ক্ষণ ধার্য হওয়া

(গ) বিবাহ না করতে কল্যাণীর পণ (ঘ) গাড়িতে কল্যাণীর সাথে সাক্ষাৎ উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: কারণ অনুপম মনে করে কল্যাণী তাকে আজও মনে রেখেছে, তাই বিয়ে না করতে পণ করেছে।

২৩। "আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।"-

উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে শম্ভুনাথ বাবুর- [ঢা. বো. '১৬]

(ক) ক্ষোভ (খ) অভিমান (গ) একগুঁয়েমি (ঘ) আত্মমর্যাদাবোধ উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: উক্তিটির মাধ্যমে শম্ভুনাথ সেন অনুপমের মামার হীনতা ও নীচ মানসিকতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন।

২৪। 'জড়িমা' শব্দের অর্থ কী? [রা.বো. '১৬]

(ক) জড়িয়ে থাকা (খ) আড়ষ্টতা (গ) চাকচিক্য (ঘ) জংধরা উত্তর: খ

২৫। কোন ঘটনাকে 'অপরিচিতা' গল্পের শীর্ষমুহূর্ত বলা যায়? [য. বো. '১৬]

(ক) রেলগাড়িতে কল্যাণীর সাথে অনুপমের সাক্ষাৎ

(খ) কল্যাণী কর্তৃক বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

(গ) শম্ভুনাথ কর্তৃক কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি

(ঘ) অনুপমের মহাসমারোহে বিবাহ যাত্রা

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: সব আয়োজন শেষে শম্ভুনাথ সেন অনুপমের মামার হীন মানসিকতা দেখে যখন কন্যা দান করতে অসম্মত হন তখন গল্পের কাহিনি অন্যদিকে মোড় নেয়। ঐ মুহূর্ত হলো গল্পের শীর্ষ মুহূর্ত।

২৬। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে না করার কারণ কী ছিল? [চ. বো. '১৬]

(ক) লোকসজ্জা (খ) অপবাদ (গ) পিতার আদেশ (ঘ) আত্মমর্যাদা উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: বিয়ের আসরে বসা কন্যার গা থেকে গহনা খুলে এনে সেকরাকে দিয়ে পরীক্ষা করলে এবং ফর্দ টুকে রাখলে তা শম্ভুনাথ সেনের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে।

২৭। 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীকে আশীর্বাদ করতে যায়- [সি.বো. '১৬]

(ক) হরিশ (খ) মামা (গ) বিনু (ঘ) ম্যা উত্তর: গ

২৮। 'অপরিচিতা' গল্পে 'মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী' উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে- [ব.বো. '১৬]

(ক) আগামী সময়ের ইঙ্গিত

(খ) পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা

(গ) শম্ভুনাথ বাবুর সাহসিকতা

(ঘ) শম্ভুনাথ বাবুর নির্বিকারত্ব

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: মেয়ের বিয়ে নিয়ে শম্ভুনাথ সেনের কোনো চিন্তা নেই। তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আত্মমর্যাদা। তাই সাহসিকতার সাথে তিনি মেয়ের বিয়ে ভেঙে দেন।

২৯। 'গজানন' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [দি. বো. '১৬]

(ক) গজ ও আনন

(খ) গজের আনন

(গ) গজ আনন যার

(ঘ) যে গজ সে আনন

উত্তর: গ

৩০। 'আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই।' - অনুপমের এই উক্তির মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে?

[কু. বো. ২২]

i. অনুশোচনা

ii. অসহায়ত্ব

iii. ক্ষোভ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii

(খ) i, iii

(গ) ii, iii

(ঘ) i, ii, iii

উত্তর: গ

৩১। 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ চরিত্রের জন্য প্রযোজ্য- [কু. বো. '১৬]

i. চুল কাঁচা, গৌফ পাকা, সুপুরুষ

ii. চুপচাপ, চুল কাঁচা, ভাষা আঁট

iii. সুপুরুষ, চুপচাপ, চুল পাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii

(খ) i, iii

(গ) ii, iii

(ঘ) i, ii, iii

উত্তর: ক

উদ্দীপকটি পড়ে ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শাকিল সাহেব শিক্ষিত মানুষ। তার আত্মসম্মানবোধ প্রখর। মেয়ে শিরিনের বিয়েতে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধ্যানুসারে বরপক্ষের যৌতুকের দাবি পূরণ করতে রাজি হন। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত শিরিন যৌতুকে অসম্মতি জানিয়ে এ বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। [সি. বো. '২২]

৩২। উদ্দীপকের শাকিল সাহেব 'অপরিচিতা' গল্পের কার সাথে তুলনীয়?

(ক) অনুপমের মামা

(খ) অনুপমের মা

(গ) শম্ভুনাথ বাবু

(ঘ) হরিশ

উত্তর: গ

৩৩। শিরিনের সাথে কল্যাণীর মিল কোথায়?

i. উভয়ই শিক্ষিত

ii. উভয়ই শিক্ষিত

iii. বাবার আজ্ঞাবাহী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii

(খ) i, iii

(গ) ii, iii

(ঘ) i, ii, iii

উত্তর: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

স্বাতী সুশিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল নারী। বিয়ের পর স্বশ্রু ও শাস্ত্রের চাপে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়। স্বশ্রু-শাস্ত্রের ধারণা চাকরিজীবী বউ অহংকারী হয়। তারা সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল নয়। [য. বো. ১৯]

৩৪। 'অপরিচিতা' গল্পের সঙ্গে উদ্দীপকের স্বাতীর বৈসাদৃশ্য কোথায়?

(ক) নারীর প্রতি বৈষম্য

(খ) আপসহীনতা

(গ) আপসকামিতায়

(ঘ) স্বার্থসিদ্ধিতে

উত্তর: গ

৩৫। উদ্দীপকের স্বশ্রু-শাস্ত্রের মানসিকতার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন উক্তিটির মিল রয়েছে?

(ক) আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়াই আসিবে

(খ) বেহাই সম্প্রদায়ের আর যাই থাক তেজ থাকাটা দোষের

(গ) অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন

(ঘ) ঠাট্টার সম্পর্কে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই

উত্তর: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

শাওনের বিয়ে চূড়ান্ত হয় অন্যর সাথে। যৌতুকের দাবি পূরণ না হওয়ায় মোতালেব সাহেব ছেলের বিয়ে ভেঙে দিতে চান। বাবার অন্যায় আবদার শাওন মানতে নারাজ। সে যুক্তি দিয়ে বাবাকে বুঝিয়ে যৌতুক না নিয়েই অন্যাকে বিয়ে করে। [ব. বো. '১৯]

৩৬। মোতালেব সাহেব 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের ইঙ্গিতবহ?

(ক) হরিশ (খ) বিনুদা (গ) মামা (ঘ) শম্মুনাথ উত্তর: গ

৩৭। শাওনের কোন কোন বৈশিষ্ট্য অনুপমের মধ্যে থাকলে অনুপমের বিয়েটা টিকে যেত?

i. সাহসিকতা

ii. ব্যক্তিত্ব

iii. গভীর ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii উত্তর: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৮ ও ৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আদিব ও শাফিক দুই বন্ধু। আবিদ অহংকারী, নিজীব, পৌরুষশূন্য। অন্যদিকে শাফিক উচ্ছল, রসিক। শাফিক যেকোনো পরিবেশে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নেয়। সে হয়ে ওঠে আলোচনার মধ্যমণি। [সকল বোর্ড ২০১৮]

৩৮। উদ্দীপকের শাফিক 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?

(ক) অনুপম (খ) হরিশ (গ) বিনু (ঘ) শম্মুনাথ উত্তর: খ

৩৯। কোন কারণে উদ্দীপকের আদিব ও 'অপরাজিতা' গল্পের অনুপম সাদৃশ্যপূর্ণ?

i. অহমিকায়

ii. নিস্পৃহতায়

iii. মেরুদণ্ডহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii উত্তর: গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৪ ও ৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাবার মোটা টাকার যৌতুকের দাবির কারণে সবুজের বিয়ে ভেঙ্গে যেতে বসল। পিতার অনুগত সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সবুজ শেষ পর্যন্ত বিনা যৌতুকে রথীকে বিয়ে করে আনল। [ঢা. বো. '১৭]

৪০। উদ্দীপকের সবুজের বাবার আচরণ 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রকে স্মরণ করায়?

(ক) মা (খ) মামা (গ) শম্মুনাথ (ঘ) উকিল উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: সবুজের বাবার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্যের কারণ তাদের লোভী মানসিকতা।

৪১। উদ্দীপকের সবুজের কোন বৈশিষ্ট্য 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চরিত্রে থাকলে বিয়ে ভাঙত না?

(ক) দৃঢ়তা (খ) বলিষ্ঠতা (গ) সাহসিকতা (ঘ) ব্যক্তিত্ববোধ উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: সবুজ বাবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করে রথীকে বিয়ে করলেও সাহসের অভাবে অনুপম মামার মতের বিরুদ্ধে যেতে পারেনি।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪২ ও ৪৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

একদল শ্রমজীবী নারী-পুরুষ লঞ্চে করে গ্রামে যাচ্ছিল ঈদের ছুটিতে। বিত্তবান মোহিত সাহেব স্ত্রী-সন্তান এবং আত্মীয়-পরিজন নিয়ে লঞ্চে উঠলে লঞ্চকর্মীরা শ্রমজীবীদের সিটগুলো ছেড়ে দিতে বলে। অনেকেই ছেড়ে দিলেও প্রতিবাদ জানিয়ে নিজের সিটে দৃঢ়ভাবে বসে থাকে গৃহকর্মী হালিমা। [কু. বো. '১৭]

৪২। উদ্দীপকের হালিমা 'অপরিচিতা' গল্পের কাকে প্রতিনিধিত্ব করে?

(ক) উকিল (খ) কল্যাণী (গ) অনুপম (ঘ) শম্ভুনাথ উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: কারণ কল্যাণীও স্টেশন মাস্টারের কথার প্রতিবাদ করে। স্টেশন মাস্টার তাকে অন্য গাড়িতে যেতে বললেও সে যায় না।

৪৩। উদ্দীপকে উঠে আসা 'অপরিচিতা' গল্পের প্রসঙ্গ হলো- [কু. বো. '১৭]

- প্রতিবাদ
 - শ্রেণিবৈষম্য
 - ধর্মীয় উৎসব যাত্রা
- নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii উত্তর: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৪ ও ৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশের অনেক পরিবার যৌতুকের জন্য পুত্রবধূকে নির্যাতন করে। এমনই নির্যাতনের শিকার মমতা। মমতা তার স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু স্বামীর পরিবারের লোকজন তো দূরের কথা তার স্বামীই কিছু বুঝতে চায় না। তাই মমতা বাধ্য হয়ে স্বামী-সংসার ত্যাগ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করে। [সি. বো. '১৭]

৪৪। উদ্দীপকের মমতা তোমার পঠিত কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

(ক) মাসি (খ) পিসি (গ) কল্যাণী (ঘ) আল্লাদি উত্তর: গ

৪৫। প্রতিনিধিত্বের কারণ-

- প্রতিবাদী মানসিকতা
 - পেশাগত জীবন
 - বৈবাহিক অবস্থা
- নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii উত্তর: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৬ ও ৪৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রামসুন্দর বাবু বনেদি ঘর পেয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে উদ্যত হয়। এক্ষেত্রে সে বরপক্ষ থেকে দাবিকৃত দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে মহা সাড়ম্বরে মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করে। [দি. বো. '১৭]

৪৬। উদ্দীপকের রামসুন্দর বাবুর সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের বৈসাদৃশ্য রয়েছে?

(ক) হরিশ (খ) শম্ভুনাথ (গ) বিনু (ঘ) মামা উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: কারণ রামসুন্দর বাবু সানন্দে যৌতুক দিয়েছে, কিন্তু শম্ভুনাথ বাবু যৌতুক। নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন।

৪৭। উদ্দীপকে ও 'অপরিচিতা' গল্পে ফুটে উঠেছে-

- i. কুসংস্কার
- ii. যৌতুকপ্রথা
- iii. প্রতিবাদী চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i, ii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii উত্তর: গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৮ ও ৪৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আমি তোমার সামনে আবার নতজানু হয়েছি, নারী

না, প্রেমে নয়, আলোষে নয়

ক্ষমা চেয়ে

কেনাবেচা চলছে তোমাকে নিয়ে

যেনো তুমি শাকসবজি

আলু পটল খাসীর মাংস [রা. বো. '১৬]

৪৮। উদ্দীপকের ভাবের সাথে নিচের কোন গল্পের মিল রয়েছে?

(ক) মাসি-পিসি (খ) অপরিচিতা (গ) আহবান (ঘ) নেকলেস উত্তর: খ

৪৯। উদ্দীপকে বর্ণিত অবমূল্যায়নের শিকার হয়েছে কোন চরিত্র?

(ক) আহ্লাদি (খ) আসমা (গ) কল্যাণী (ঘ) মাদাম লোইসেল উত্তর: গ

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

১। ছেলেবেলায় অনুপমের চেহারা নিয়ে বিদ্রূপ করার সময় পণ্ডিতমশায় কোন দুটি ফুল ও ফলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন? [জা.বি. D ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) বকুল ও ডুমুর (খ) পলাশ ও আমড়া (গ) পারুল ও লটকন (ঘ) শিমুল ও মাকাল উত্তর: ঘ

২। 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম সম্পর্কে নিচের কোন বর্ণনাটি ঠিক নয়? [জা.বি. F ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) তামাক খায় না (খ) অন্তঃপুরের শাসনে চালিত হতে প্রস্তুত

(গ) নিজস্ব মতামত দিতে অক্ষম (ঘ) বিবাহ আসরে আহার করেছে উত্তর: ঘ

৩। 'অপরিচিতা' গল্পে একজোড়া এয়ারিং সম্বন্ধে সেকরার মন্তব্য - [জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) ইহা নিশ্চিত নিখাত (খ) ইহা বিলাতি মাল

(গ) হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম গহনা (ঘ) পিতামহীদের আমলের গহনা উত্তর: খ

৪। কোনটি রবীন্দ্রনাথের নাটক নয়? [জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) অচলায়তন (খ) রাজা-রাণী (গ) মুক্তধারা (ঘ) রক্তকরবী উত্তর: খ

৫। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ [জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর (খ) কুষ্টিয়ার শিলাইদহ

(গ) শান্তিনিকেত (ঘ) খুলনার দক্ষিণডিহি উত্তর: খ

৬। 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়েবাড়ি যাত্রাকালে নিচের কোন যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়নি?

[জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) বেহালা (খ) ব্যাল্ড (গ) বাঁশি (ঘ) শখের কলস উত্তর: ক

৭। 'অপরিচিতা' গল্পে কথকের বাবার পেশা কী ছিল? [জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) ওকালতি (খ) জমিদারি (গ) ডাক্তারি (ঘ) তেজারতি উত্তর: ক

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পের নাম [জা.বি. F ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) মুসলমানীর গল্প (খ) মুসলমানের গল্প (গ) মুসলমানির গল্প (ঘ) মুসলিমের গল্প উত্তর: ক

৯। গাড়ি লোহার _____ তাল দিতে দিতে চলিল: আমি মনের মধ্যে _____ শুনতে শুনতে চলিলাম। শূন্যস্থানে কী হবে? [জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) চাকার, ঘর্ঘর (খ) ছন্দে, কবিতা (গ) শব্দে, কণ্ঠস্বর (ঘ) মৃদঙ্গে, গান উত্তর: ঘ

১০। 'রসনচৌকি' হলো [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) সানাই, ঢোল ও কাঁসার সৃষ্ট ঐকতানবাদন

(খ) সানাই, ঢোল ও বাঁশির সৃষ্ট ঐকতানবাদন

(গ) তবলা, ঢোল ও কাঁসার সৃষ্ট ঐকতানবাদন

(ঘ) হারমোনিয়াম, ঢোল ও কাঁসার সৃষ্ট ঐকতানবাদন উত্তর: ক

১১। 'অপরিচিতা' গল্পে হরিশের কোন গুণের বর্ণনা আছে? [জা.বি. F ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) আসর জমানো (খ) ভাষাটা অত্যন্ত আঁট (গ) ঘটকালি (ঘ) বিদ্যা অর্জন উত্তর: ক

১২। 'আমি অল্পপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট্ট ভাইটি কোন রচনার অংশ? [চ.বি. B ইউনিট ১৯-২০]

(ক) নেকলেস (খ) চাষার দুক্ষুর (গ) অপরিচিতা (ঘ) আমার পথ উত্তর: গ

১৩। 'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের নাম কী ছিল? [চ.বি. D ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) হরিশ (খ) বিনু (গ) অনুপম (ঘ) শম্ভুনাথ উত্তর: গ

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা কোনটি? [চ.বি. D ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) কালান্তর (খ) প্রবন্ধ সংগ্রহ (গ) পান্থজনের সখা (ঘ) একদা উত্তর: ক

১৫। বিনুদার ভাষাটা অত্যন্ত ____। শূন্যস্থানে কোনটি বসবে? [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এ ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) প্রাণবন্ত (খ) জটিল (গ) আঁট (ঘ) আঁটসাঁট উত্তর: গ

১৬। কোন্নগরের অবস্থান কোথায়? [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় A ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) কলকাতার নিকটে (খ) বাঁকুড়ায় (গ) হুগলিতে (ঘ) বিহারের কাছে উত্তর: ক

১৭। 'অপরিচিতা' গল্পটি কার জবানীতে লেখা? [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ৪ ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) অনুপমের (খ) শম্ভুনাথের (গ) হরিশের (ঘ) বিনুদাদার উত্তর: ক

১৮। 'অপরিচিতা' কার দৃষ্টিকোণে লেখা গল্প- [জা.বি. D ইউনিট ১৬-১৭]

(ক) মধ্যম পুরুষের (খ) উত্তম পুরুষের (গ) ভাববাচ্যে (ঘ) কর্তৃবাচ্য উত্তর: খ

১৯। 'অপরিচিতা' গল্পে 'অল্পপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট্ট ভাই' বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে? [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) নিন্দার্থে (খ) ব্যঙ্গার্থে (গ) আনন্দার্থে (ঘ) অবজ্ঞার্থে উত্তর: খ

২০। 'ঘরে-বাইরে' গ্রন্থের রচয়িতা- [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর: খ

২১। নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস? [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় F ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) বলাকা (খ) বসন্ত (গ) মালঞ্চ (ঘ) শেষলেখা উত্তর: গ

২২। রবীন্দ্রনাথের গল্পে ছেলেবেলায় অনুপম পণ্ডিতমশাইয়ের বিদ্রূপের পাত্র হয়েছিলেন কেন?

[গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজ ২০১৯-২০, ২০১৭-১৮, ঢা.বি. D ইউনিট ২০১৬-১৭]

(ক) শরীর কালো ছিল বলে (খ) বোকা ছিল বলে

(গ) সুন্দর চেহারার জন্য (ঘ) পড়া বলতে না পারায় উত্তর: গ

২৩। কল্যাণীর পিতার নাম কি? [রা.বি. A ২০১৬-১৭]

(ক) হরিশচন্দ্র সেন (খ) জগন্নাথ সেন (গ) অনুপম সেন (ঘ) শম্ভুনাথ সেন উত্তর: ঘ

২৪। অপরিচিতা গল্পে অনুপমের বন্ধু কে? [ঢা.বি. C ২০১৬-১৭]

(ক) বিনুদা (খ) কল্যাণী (গ) হরিশ (ঘ) শম্ভুনাথ উত্তর: গ

২৫। মাকাল ফল' বাগধারাটি দিয়ে বোঝায়- [ঢা.বি. অধিভুক্ত ৭ কলেজ - (মানবিক)]

(ক) উচ্ছিষ্ট বন্ধু (খ) নির্দিষ্ট ঋতুভিত্তিক ফল
(গ) বিশেষ অর্থে গুণহীন (ঘ) কদাকার বস্তু উত্তর: গ

২৬। 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায় কোন পত্রিকায়? [রা.বি. A ইউনিট ২০১৭-১৮]

(ক) কবিতা পত্রিকায় (খ) সবুজপত্র পত্রিকায় (গ) কল্লোল পত্রিকায় (ঘ) ভারতী পত্রিকায় উত্তর: খ

২৭। 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই' উক্তিটি কার? [রা.বি. A ইউনিট ২০১৭-১৮]

(ক) মামার (খ) শম্ভুনাথের (গ) অনুপমের (ঘ) কল্যাণীর উত্তর: খ

প্র্যাকটিস

বহুনির্বাচনী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান ঘটে কোথায়?

(ক) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে (খ) বোলপুরের শান্তিনিকেতনে
(গ) কুষ্টিয়ার শিলাইদহে (ঘ) কলিকাতার হাসপাতালে

২। গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশনে করে তাকে কী বলে?

(ক) লয় (খ) ধুয়া (গ) নীড় (ঘ) তাল

৩। 'এসপার-ওসপার' বাগধারাটির অর্থ কী?

(ক) মীমাংসা করা (খ) ইচ্ছাবোধ করা
(গ) খুশি করা (ঘ) এদিক ওদিক করা

৪। 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়?

(ক) প্রগতি (খ) পরিচয় (গ) সবুজপত্র (ঘ) শিখা

৫। 'অপরিচিতা' গল্পটি 'সবুজপত্র' পত্রিকার কোন সংখ্যায় বের হয়?

(ক) ১৩২১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা (খ) ১৩২১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা
(গ) ১৩২১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা (ঘ) ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা

৬। 'অপরিচিতা' গল্পে নায়কের বয়স কত বলা হয়েছে?

(ক) ২৮ বছর (খ) ২৬ বছর (গ) ২৭ বছর (ঘ) ২৫ বছর

৭। 'তবু ইহার বিশেষ মূল্য আছে' এখানে কীসের মূল্যের কথা বলা হয়েছে?

(ক) জীবনের (খ) মরণের (গ) কর্মের (ঘ) ধর্মের

৮। ছেলেবেলায় পণ্ডিতমশাই অনুপমকে কীসের সাথে তুলনা করতেন?

(ক) ভিজে বেড়াল (খ) মাকাল ফল (গ) গোলাপ ফুল (ঘ) পূর্ণিমার চাঁদ

৯। অনুপমের আসল অভিভাবক কে?

(ক) বাবা (খ) মামা (গ) মা (ঘ) শিক্ষক

১০। 'অপরিচিতা' গল্পে মামার সাথে অনুপমের বয়সের পার্থক্য কত?

(ক) বছর চারেক (খ) বছর ছয়েক (গ) বছর আঠেক (ঘ) বছর দশেক

১১। কন্যার পিতামাত্রই কোনটি স্বীকার করবেন?

(ক) অনুপম রুচিবান (খ) অনুপম সৎপাত্র
(গ) অনুপম রূপবান (ঘ) অনুপম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন

১২। অনুপম কোনটি খায় না বলে গর্ব প্রকাশ করেছে?

(ক) তামাক (খ) মদ (গ) চুরুট (ঘ) কফি

১৩। বিয়েবাড়িতে ঢুকে মামার খুশি না হওয়ার কারণ ছিল না কোনটি?

(ক) স্থান ও আয়োজন দেখে (খ) আপ্যায়নের ঋতির কারণে
(গ) গহনার পরিমাণ দেখে (ঘ) বেয়াইয়ের আচর-আচরণে

১৪। মামা কেমন ঘরের মেয়ে পছন্দ করতেন?

(ক) ধনী (খ) গরিব (গ) গ্রামীণ (ঘ) শহুরে

১৫। অনুপমের বন্ধুর নাম কী?

(ক) সতীশ (খ) জ্যোতিষ (গ) হরিশ (ঘ) মণীষ

১৬। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই কার কাছে গুরুতর?

(ক) হরিশের (খ) অনুপমের (গ) মামার (ঘ) ঘটকের

১৭। অনুপমের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি?

(ক) বিএ পাশ (খ) এমএ পাশ (গ) বিএসসি পাশ (ঘ) এমএসসি পাশ

১৮। 'মেয়ে যদি বলো, তবে' উক্তিটি কার?

(ক) অনুপমের (খ) হরিশের (গ) শম্ভুনাথের (ঘ) মামার

১৯। 'অপরিচিতা' গল্পে রসিক মনের মানুষ কে?

(ক) অনুপম (খ) ঘটক (গ) হরিশ (ঘ) মামা

২০। 'একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখ' উক্তিটি কার?

(ক) বিনুদাদার (খ) শম্ভুনাথের (গ) হরিশের (ঘ) অনুপমের

২১। হরিশ কোথায় কাজ করত?

(ক) কলকাতায় (খ) আন্দামানে (গ) রাজপুরে (ঘ) কানপুরে

২২। 'এককালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল' উক্তিটিতে কাদের কথা বলা হয়েছে?

(ক) কল্যাণীদের (খ) মামাদের (গ) অনুপমদের (ঘ) হরিশদের

২৩। আসর জমাতে অদ্বিতীয় কে?

(ক) অনুপম (খ) কল্যাণী (গ) মামা (ঘ) হরিশ

২৪। 'অপরিচিতা' গল্পে কোন দ্বীপের উল্লেখ আছে?

(ক) আন্দামান দ্বীপ (খ) হাইকু দ্বীপ (গ) ক্যারিবীয় দ্বীপ (ঘ) বালি দ্বীপ

২৫। কে কন্যাকে আশীর্বাদ করতে গেল?

(ক) হরিশ (খ) অনুপম (গ) মামা (ঘ) বিনুদাদা

২৬। বিনুদাদার সাথে অনুপমের সম্পর্ক কী?

(ক) মাসতুতো ভাই (খ) পিসতুতো ভাই (গ) খুড়তুতো ভাই (ঘ) মামাতো ভাই

২৭। মন্দ নয় হে, খাঁটি সোনা বটে। উক্তিটি কার?

(ক) বিনুদার (খ) হরিশের (গ) মামার (ঘ) ঘটকের

২৮। বিনুদাদা 'চমৎকার' এর স্থলে কী বলে?

(ক) চলনসই (খ) অসাধারণ (গ) বিস্ময়কর (ঘ) সাদামাটা

২৯। কল্যাণীর পিতার নাম কী?

(ক) হরিশচন্দ্র দত্ত (খ) বিনোদবিহারী সেন

(গ) শম্ভুনাথ সেন (ঘ) গৌরীশংকর দত্ত

৩০। শম্ভুনাথ বাবুর বয়স কত?

(ক) প্রায় চল্লিশ বছর (খ) প্রায় পঞ্চাশ বছর

(গ) প্রায় ষাট বছর (ঘ) প্রায় সত্তর বছর

৩১। 'তাহার বিনয়টা অজস্র নয়'- কার?

(ক) অনুপমের (খ) বিনুদাদার (গ) শম্ভুনাথের (ঘ) মামার

৩২। 'বাবাজি একবার এদিকে আসতে হচ্ছে'- উক্তিটি কার?

(ক) মামার (খ) শম্ভুনাথের (গ) হরিশের (ঘ) মায়ের

৩৩। কষ্টিপাথর নিয়ে কে বসে ছিল?

(ক) মামা (খ) স্যাকরা (গ) বিনুদাদা (ঘ) হরিশ

৩৪। 'এয়ারিং' কোথা থেকে আনা হয়েছে?

(ক) বিলেত (খ) কানপুর (গ) কলিকাতা (ঘ) আন্দামান

৩৫। 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই'- উক্তিটি

(ক) বিনুদাদার (খ) অনুপমের (গ) মামার (ঘ) শম্ভুনাথের বাবুর

৩৬। অনুপম কাকে নিয়ে তীর্থযাত্রা শুরু করে?

(ক) কল্যাণীকে (খ) মাকে (গ) হরিশকে (ঘ) বিনুদাদাকে

৩৭। মা-পুত্রের তীর্থযাত্রার বাহন কী ছিল?

(ক) রেলগাড়ি (খ) গরুর গাড়ি (গ) মোটর গাড়ি (ঘ) ঘোড়ার গাড়ি

৩৮। 'অল্পপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি' এখানে 'ছোট - ভাইটি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

(ক) গণেশ (খ) প্রজাপতি (গ) কার্তিক (ঘ) পঞ্চশর

৩৯। 'এখানে জায়গা আছে' উক্তিটি কার?

(ক) আদালির (খ) গার্ডের (গ) কল্যাণীর (ঘ) অনুপমের

৪০। স্টেশনে অনুপম কী ফেলে গেল?

(ক) টিকিট (খ) ক্যামেরা (গ) তোরঙ্গ (ঘ) লণ্ঠন

৪১। ট্রেনে দেখা হওয়ার সময় কল্যাণীর বয়স কত ছিল?

(ক) ১৪/১৫ বছর (খ) ১৫/১৬ বছর (গ) ১৬/১৭ বছর (ঘ) ১৭/১৮ বছর

৪২। অপরিচিতা মেয়েটির সঙ্গে কতজন মেয়ে ছিল?

(ক) ২/৩ জন (খ) ৩/৪ জন (গ) ৪/৫ জন (ঘ) ৫/৬ জন

৪৩। কল্যাণী স্টেশন হতে কী খাবার কিনে নেয়?

(ক) চানা-মুঠ (খ) ঝালমুড়ি (গ) চিনেবাদাম (ঘ) ঝুরিভাজা

৪৪। শম্ভুনাথ পেশায় কী ছিলেন?

(ক) উকিল (খ) শিক্ষক (গ) ডাক্তার (ঘ) ব্যবসায়ী

৪৫। মাতৃ-আজ্ঞা বলতে কল্যাণী কার প্রতি ইঙ্গিত করেছে?

(ক) মায়ের প্রতি (খ) মাতৃভূমির প্রতি (গ) ধরণীর প্রতি (ঘ) অন্নপূর্ণার প্রতি

৪৬। বিবাহের সময় অনুপমের বয়স কত ছিল?

(ক) ২১ বছর (খ) ২৩ বছর (গ) ২৫ বছর (ঘ) ২৭ বছর

৪৭। গজাননের মায়ের নাম কী?

(ক) অন্নদা (খ) অন্নপূর্ণা (গ) কল্যাণী (ঘ) হৈমন্তী

৪৮। 'শিগগির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে' উক্তিটি কার?

(ক) অনুপমের (খ) কল্যাণীর (গ) বিনুদাদার (ঘ) অনুপমের

৪৯। হরিশ কী উপলক্ষে কলকাতায় এসেছে?

(ক) তীর্থ উপলক্ষে (খ) ছুটি উপলক্ষে (গ) পূজা উপলক্ষে (ঘ) বিয়ে উপলক্ষে

৫০। কাকে অনুপমের ভাগ্য দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে?

(ক) হরিশকে (খ) মামাকে (গ) বিনুদাকে (ঘ) শম্ভুনাথকে

৫১। কার টাকার প্রতি আসক্তি বেশি?

(ক) শম্ভুনাথের (খ) কল্যাণীর (গ) অনুপমের (ঘ) মামার

৫২। 'কিছুদিন পূর্বে এমএ পাশ করিয়াছি'- উক্তিটি কার?

(ক) মামার (খ) বিনুদার (গ) অনুপমের (ঘ) হরিশের

৫৩। 'একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখ'- কথাটি কীসের?

(ক) দানের (খ) চাকরির (গ) বিয়ের (ঘ) ভ্রমণের

৫৪। বিয়ের সময় কল্যাণীর প্রকৃত বয়স কত ছিল?

(ক) ১৪ বছর (খ) ১৫ বছর (গ) ১৬ বছর (ঘ) ১৭ বছর

৫৫। মামার বাহিরের যাত্রাপথের সীমানা কতদূর?

(ক) আন্দামান পর্যন্ত (খ) কোল্লগর পর্যন্ত (গ) কানপুর পর্যন্ত (ঘ) হাওড়া পর্যন্ত

৫৬। বিবাহের কতদিন পূর্বে অনুপমের সাথে তার স্বশুরের সাক্ষাৎ হয়?

(ক) ২ দিন (খ) ৩ দিন (গ) ৪ দিন (ঘ) ৫ দিন

৫৭। 'তিনি বড়ই চুপচাপ' এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

(ক) মামা (খ) হরিশ (গ) শম্ভুনাথ (ঘ) মা

৫৮। 'তিনি কিছুতেই ঠকবেন না' কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

(ক) মামা (খ) মা (গ) বিনুদাদা (ঘ) হরিশ

৫৯। 'অপরিচিতা' গল্পে কোন সময় অনুপম বিনুদাদার বাড়িতে যেত?

(ক) সন্ধ্যায় (খ) রাতে (গ) দুপুরে (ঘ) বিকালে

৬০। মেয়েটিকে অনুপমের ফটোগ্রাফ দেওয়ার কথা কে বলেছে?

(ক) অনুপম (খ) বিনুদাদা (গ) মামা (ঘ) হরিশ

৬১। রেল কর্মচারী কতটি টিকিট বেঞ্চে ঝুলিয়েছিলেন?

(ক) দুইটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৬২। আদালিসহ ভ্রমণে বের হয়েছে কে?

(ক) রেলওয়ে কর্মকর্তা (খ) ইংরেজ জেনারেল

(গ) জমিদারের নায়েব (ঘ) রায় বাহাদুর সাহেব

৬৩। একখানা বালা বেঁকে গেল কেন?

(ক) খাদ নেই বলে (খ) খাদ বেশি বলে

(গ) সোনা কম বলে (ঘ) পুরোনো গহনা বলে

৬৪। 'আমার জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(ক) সংসার অনভিজ্ঞ (খ) কমবয়সী

(গ) বিয়ের অনুপযুক্ত (ঘ) মামার ওপর নির্ভরশীল

৬৫। 'তোমার নাম কী?' - কল্যাণীকে কে জিজ্ঞাসা করল?

(ক) অনুপম (খ) অনুপমের মা (গ) জেনারেল (ঘ) স্টেশন মাস্টার

৬৬। 'আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন' কার পিতা?

(ক) অনুপমের (খ) কল্যাণীর (গ) হরিশের (ঘ) শম্ভুনাথ বাবুর

৬৭। সরস রসনার গুণ আছে কার?

(ক) হরিশের (খ) বিনুদাদার (গ) কল্যাণীর (ঘ) মামার

৬৮। অত্যন্ত আঁট ভাষার বক্তা কে?

(ক) হরিশ (খ) বিনুদাদা (গ) মামা (ঘ) শম্ভুনা

৬৯। কার সঙ্গে পঞ্চশরের বিরোধ নেই বলে অনুপমের মনে হলো?

(ক) গজাননের (খ) কার্তিকের (গ) প্রজাপতির (ঘ) অন্নপূর্ণার

৭০। সুপুরুষ বটে- কে?

(ক) অনুপম (খ) হরিশ (গ) মামা (ঘ) শম্ভুনাথ

৭১। চুল কাঁচা; গোঁফ পাক ধরেছে- কার?

(ক) মামার (খ) শম্ভুনাথের (গ) বিনুদাদার (ঘ) হরিশের

৭২। কল্যাণী কোন স্টেশন নেমে গেল?

(ক) কোল্লগর (খ) কলিকাতা (গ) কানপুর (ঘ) হাওড়া

৭৩। ছোটবেলায় পণ্ডিত মশায় বিদ্রূপ করত কেন?

(ক) কুৎসিত এবং নির্গুণ হওয়ার কারণে (খ) কুৎসিত হয়ে গুণবান হওয়ার কারণে

(গ) সুদর্শন এবং গুণবান হওয়ার কারণে (ঘ) সুদর্শন হয়েও নির্গুণ হওয়ার কারণে

৭৪। অনুপমকে বিবাহ আসর থেকে ফিরিয়ে দেবার কারণ কী?

(ক) অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতার কারণে (খ) মামার হীনম্মন্যতার কারণে

(গ) গয়না নিয়ে মনোমালিন্যের কারণে (ঘ) কনের বাবার আত্মগরিমার কারণে

৭৫। 'আমার পুরোপুরি বয়সই হলো না' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

(ক) তরুণ বয়সী (খ) অপরিণত বয়সী (গ) অতি নির্ভরশীল (ঘ) চিন্তায় অপরিণত

৭৬। 'তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না' উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

(ক) তামাক ক্ষতিকর (খ) তামাক অপছন্দ (গ) অতি ভালো মানুষ (ঘ) খাওয়ায় অরুচি

৭৭। কনের বয়স নিয়ে মন ভারি হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মামার মন নরম হলো কীভাবে?

(ক) পণের আশ্বাসে (খ) কনের গুণমুগ্ধতায় (গ) হরিশের বাকপটুতায় (ঘ) বিনুদার ব্যবহারে

৭৮। মামার মন ভারি হলো কেন?

(ক) পণের অঙ্ক সামান্য বলে (খ) মেয়ের শিক্ষা কম বলে

(গ) মেয়ের বয়স বেশি বলে (ঘ) পণের অঙ্ক সামান্য বলে

৭৯। 'খাটি সোনা বটে!' বলতে বিনুদাদা কোনটিকে বুঝিয়েছে?

(ক) বনেদী ঘর (খ) উপযুক্ত পাত্রী (গ) সুশীল পাত্র (ঘ) পণের গহনা

৮০। অনুপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?

(ক) ডাক্তারি (খ) ওকালতি (গ) মাস্টারি (ঘ) ব্যবসা

৮১। মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলা হয়েছে কেন?

(ক) প্রতিপত্তির জন্য (খ) প্রভাবের জন্য (গ) মতামতের জন্য (ঘ) কূটবুদ্ধির জন্য

৮২। 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় কোন গ্রন্থে?

(ক) গল্পগুচ্ছ (খ) গল্পসংগ্রহ (গ) গল্পসম্পদ (ঘ) গল্পস্বল্পে

৮৩। অপরিচিতা গল্পের লেখক কে?

- (ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

- (ক) ১২৬১ (খ) ১২৬৮ (গ) ১২৭০ (ঘ) ১২৭২

৮৫। অনুপম আহারে বসতে পারল না কেন?

- (ক) তেমন ক্ষুধা ছিল না বলে (খ) আহার সুস্বাদু ছিল না বলে
(গ) মন কষাকষি হয়েছিল বলে (ঘ) মামার অনুমতি ছিল না বলে

৮৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম কী?

- (ক) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) শিবনাথ ঠাকুর
(গ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান কেমন হলো?

- (ক) ধুমধাম করে (খ) হেলাফেলাভাবে (গ) অতি গোপনে (ঘ) সাদামাটাভাবে

৮৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন অভিধায় সম্ভাষিত হয়েছেন?

- (ক) শ্রেষ্ঠ কবি (খ) বিশ্বকবি (গ) চারণ কবি (ঘ) প্রবীণ কবি

৮৯। সাতাশ বছরের জীবনটা বড় নয়-

- i. দৈর্ঘ্যের হিসেবে
ii. গুণের হিসেবে
iii. তাৎপর্যের হিসেবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৯০। 'অপরিচিতা' গল্পে কথক তার পিতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে যা বলেছেন-

- i. তিনি এককালে গরিব ছিলেন
ii. ওকালতি করে তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করেন
iii. তিনি উপার্জিত টাকা ভোগ করার নিমেষমাত্র সময় পাননি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৯১। 'অপরিচিতা' গল্পে মা গরিব ঘরের মেয়ে হওয়ায় তিনি যে ধনী তা-

- i. নিজে ভোলেন না
ii. মামাকে ভুলতে দেন না
iii. অনুপমকে ভুলতে দেন না

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৯২। কোন তথ্যগুলো অনুপমের মামার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

- i. মামাই অনুপমের অভিভাবক
 - ii. তিনি অনুপমের চেয়ে বড়জোর বছর ছয়েকের বড়
 - iii. ফকুর বালির মতো তিনি অনুপমের সংসার আঁকড়ে আছেন
- নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৯৩। মামার পছন্দের বেয়াই এমন-

- i. যার তেজ নেই
- ii. টাকা দিতে কসুর করবে না
- iii. যাকে শোষণ করা চলবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৯৪। হরিশের বর্ণনায় মেয়ের বাবার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায়-

- i. এককালে তাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট উপড় করা ছিল
- ii. দেশে বংশমর্যাদা রক্ষা করে চলা কঠিন বলে পশ্চিমে গিয়ে বাস করছেন
- iii. কানপুরে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৯৫। 'অপরিচিতা' গল্পের কনের বাপ কেন কেবলই সবুর করছেন?

- i. লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট শূন্য বলে
- ii. বরের হাট মহার্ঘ বলে
- iii. যোগ্য বর খুঁজে না পাওয়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৯৬। কন্যার রূপ-গুণের বর্ণনায় বিনুদাদা বলেছিলেন-

- i. মন্দ নয় হে
- ii. খাঁটি সোনা হে
- iii. খাঁটি সোনা বটে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৯৭। 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যার পিতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে বলা হয়েছে

- i. বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে
- ii. চুল কাঁচা, গোঁফে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে মাত্র
- iii. ডাক্তারি করে অনেক টাকা কামিয়েছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৯৮। বিয়ের বরযাত্রায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাজানো হয়েছিল-

- i. ব্যাণ্ড
- ii. বাঁশি
- iii. শখের কন্সর্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৯৯। বিয়েবাড়িতে ঢুকে মামার খুশি না হওয়ার কারণ-

- i. বরযাত্রীর তুলনায় উঠানটা সংকীর্ণ
- ii. সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের
- iii. কনের পিতার ব্যবহারটাও নিতান্ত ঠান্ডা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১০০। শম্ভুনাথ বাবুর উকিল বন্ধুর পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে-

- i. গলা ভাঙা (উচ্চতর দক্ষতা)
- ii. মিশ-কালো
- iii. বিপুল-শরীর

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

উত্তরমালা

SL	Ans	SL	Ans	SL	Ans	SL	Ans	SL	Ans
১	ক	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	ক
৬	গ	৭	ক	৮	খ	৯	খ	১০	খ
১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ
১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ঘ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ঘ
২৬	খ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ক
৩১	গ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	ক	৩৫	ঘ
৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	ক	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	খ
৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	খ	৪৯	খ	৫০	খ
৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	গ	৫৪	খ	৫৫	খ
৫৬	খ	৫৭	গ	৫৮	ক	৫৯	ক	৬০	ঘ
৬১	ক	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	ক	৬৫	খ
৬৬	ক	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	গ	৭০	ঘ
৭১	খ	৭২	গ	৭৩	ঘ	৭৪	ক	৭৫	গ
৭৬	গ	৭৭	গ	৭৮	গ	৭৯	খ	৮০	খ
৮১	খ	৮২	গ	৮৩	ঘ	৮৪	খ	৮৫	ঘ
৮৬	গ	৮৭	ক	৮৮	খ	৮৯	ক	৯০	ঘ
৯১	খ	৯২	ঘ	৯৩	ঘ	৯৪	ক	৯৫	খ
৯৬	খ	৯৭	ক	৯৮	ঘ	৯৯	ঘ	১০০	ঘ

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন- ১: কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্য তাড়া।

[রা.বো.; কু.বো.; চ.বো.; ব.বো. ২০১৮]

ক. অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী?

খ. “অনুপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি” – উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে ‘অপরিচিতা’ গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করো।

ঘ. “উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে ‘অপরিচিতা’ গল্পের খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয়েছে” – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

সমাধান:

ক. অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম- বিনু।

খ. প্রমোক্ত উক্তিটিতে বাঙ্গার্থে দেবতা কার্তিকের সঙ্গে অনুপমের তুলনা করা হয়েছে। দেবী দুর্গার দুই পুত্র - অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। দেবী দুর্গার কোলে দেব সেনাপতি কার্তিকেয় অপূর্ব শোভা পায়। বড়ো হয়েও অনুপম কার্তিকের মতো মায়ের কাছাকাছি থেকে মাতৃআজ্ঞা পালনে ব্যস্ত থাকে। তাই পরিণত বয়সেও তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না। পাঠ্য গল্পের অনুপম পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় ও ব্যক্তিস্বহীন একটি চরিত্র। উচ্চ শিক্ষিত হলেও তার নিজস্বতা বলতে কিছু নেই। তাকে দেখলে মনে হয় আজও সে যেন মায়ের কোলে থাকা শিশুসত্তা। এজন্যই ব্যক্ত করে অনুপমকে গজাননের ছোটো ভাই কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

গ. যৌতুকের প্রতি মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে ‘অপরিচিতা’ গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই রয়েছে।

‘অপরিচিতা’ গল্পে অনুপমের মামা যৌতুকলোভী চরিত্র। তিনি অনুপমের বিয়ের জন্য একটি জুতসই ঘর খুঁজছিলেন; যেখানে না চাইলেও অনেক টাকা যৌতুক পাওয়া যাবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শম্ভুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণীর সাথে মামা অনুপমের বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের দিনে মেয়ের বাড়ি থেকে দেয়া যৌতুকের গয়না নিয়ে অনুপমের মামা হীন মানসিকতার পরিচয় দেন। গয়নাগুলো আসল না নকল তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি বিয়েবাড়িতে সেকরাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝেও যৌতুকলোভী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা বিয়ের জন্য মেয়ের বয়স বেশি হলেও যৌতুকের পরিমাণ তার চেয়ে বেশি বলে তিনি এ বিয়ে নিয়ে তাগাদা দেন। উদ্দীপকের বরের বাবার যৌতুকলোভী মানসিকতার এ দিকটি ‘অপরিচিতা’ গল্পের অনুপমের মামার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু অনুপমের মামা যেমন গয়না পরীক্ষা করার জন্য সেকরাকে সাথে নিয়ে বিয়েবাড়িতে আসেন, তেমন বিষয় উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝে দেখা যায় না। এছাড়া অনুপমের মামা মেয়ের বাবাকে যেভাবে অপমান করেছে, সে বিষয়টিও উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝে অনুপস্থিত।

সুতরাং বলতে পারি, যৌতুককে কেন্দ্র করে উভয় ঘটনা আবর্তিত হলেও উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে ‘অপরিচিতা’ গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই রয়েছে।

প্রশ্ন- ২: পড়াশুনা শেষ করে সবিতা এখন গ্রামের একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বছর কয়েক আগে শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলের সাথে তাঁর বিবাহ স্থির হয়। পাত্রপক্ষ বিয়েতে মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি করলে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সবিতা নিজেই যৌতুককে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। পিতামাতা ও সহকর্মীদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনায় কোনো পরিবর্তন আনেননি। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণ। মায়ের মতো ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন সবাইকে। তিনি বলেন, "দেশকে মাতৃজ্ঞানে সেবা করা, দেশকে ভালোবাসা প্রত্যেকের কর্তব্য।" পরহিতে জীবন উৎসর্গ করাই তাঁর ধর্ম।

[ঢাকা বোর্ড: ২০২২]

ক. অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় কাজ করে?

খ. "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"- ব্যাখ্যা কর।

গ. "উদ্দীপকের 'সবিতা' ও 'অপরিচিতা' গল্পের 'কল্যাণী' উভয়েই যৌতুকের শিকার।"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

ঘ. "সবিতার দেশপ্রেম কল্যাণীর মাতৃআজ্ঞার সাথে একই সূত্রে গাঁথা।"- উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর।

সমাধান:

ক. অনুপমের বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে।

খ. শম্ভুনাথ সেন আলোচ্য উক্তির মধ্য দিয়ে একজোড়া এয়ারিং সেকরার হাতে দিয়ে তা খাঁটি সোনার কি না পরখ করে দেখতে বলেছেন। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের সঙ্গে শম্ভুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু অনুপমের মামার চরম যৌতুকলোভী মানসিকতার প্রকাশ ঘটে বিয়ের আসরে। যৌতুকের গহনা কল্যাণীর শরীর থেকে খুলে পরীক্ষা করান অনুপমের মামা। তখন শম্ভুনাথ সেন এক জোড়া এয়ারিং এগিয়ে দেন সেকরার হাতে তা পরখ করে দেখার জন্য। কেননা সেটা ছিল অনুপমের মামার দেওয়া বিলাতি জিনিস, যাতে সোনার ভাগ আছে সামান্যই।

গ. "উদ্দীপকের 'সবিতা' ও 'অপরিচিতা' গল্পের 'কল্যাণী' উভয়েই যৌতুকের শিকার।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি আমাদের সমাজে ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। বরপক্ষের দাবি পূরণ করতে কন্যার পিতাকে কখনো কখনো সর্বস্বান্ত হতে হয়। বিয়েতে যারা যৌতুক দাবি করে তারা আত্মসম্মানবোধহীন অমানবিক প্রকৃতির লোক।

উদ্দীপকে যৌতুকের জন্য বিয়ে ভেঙে যাওয়া এবং যৌতুক দিয়ে বিয়ে না করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে মানবকল্যাণে আত্মনিবেদনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে যৌতুককে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে সবিতার অটল থাকার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের এ বিষয়টি 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে

না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। পিতা-মাতা ও সহকর্মীদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সবিতা আর বিয়ে করতে চাননি। এ বিষয়টি 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে করতে না চাওয়ার সঙ্গে মিলে যায়। উদ্দীপকে সবিতাকে বিয়ে করতে আসা বর শহরের ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে হলেও মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি করে লোভী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে 'অপরিচিতা' গল্পে বরপক্ষ কল্যাণীর গহনা পরীক্ষা করতে বিয়েবাড়িতে সেকরা নিয়ে এসেছে এবং অত্যন্ত অমর্যাদাকরভাবে কনের শরীর থেকে গহনা খুলে নিয়ে তা খাঁটি কি না পরীক্ষা করেছে। তাই কল্যাণীর বিয়ে হয়নি। এই দিক বিচারে বলা যায়, প্রয়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

ঘ. "সবিতার দেশপ্রেম কল্যাণীর মাতৃআজ্ঞার সাথে একই সূত্রে গাঁথা।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

দেশসেবা মহৎ কাজ। যৌতুকলোভীদের অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করে বহু নারী বিয়ে না করে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। এমনকি পরাধীন না থেকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করেন।

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেন বরযাত্রীদের যথার্থ আপ্যায়ন শেষে বিয়ে ভেঙে দেন। কারণ বিয়ের আসরে বরের মামা কনের শরীর থেকে খুলে এনে গহনা পরীক্ষা করতে চাইলে তিনি ব্যথিত হন। তাই তিনি কোনো হীন মানসিকতার মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়াতে চাননি। কল্যাণী তার বাবার সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে নিজের আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করেছে।' গল্পের কল্যাণীর এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে উদ্দীপকের সবিতার সিদ্ধান্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে সবিতার বাবা-মা ও সহকর্মীরা চাইলেও সবিতা বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। এ বিষয়টি কল্যাণীর বিয়ে না করার সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যায় পাত্র অনুপমের মামার লোভী মানসিকতা এবং বিয়ের আসরে সেকরা দিয়ে কনের গহনা পরীক্ষা করার কারণে। উদ্দীপকের সবিতাও যৌতুকলোভী ধনী ব্যবসায়ী ছেলেকে বিয়ে করেননি। তিনি পড়াশুনা শেষ করে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশসেবার কাজ বেছে নিয়েছেন। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রয়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন- ৩: মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতি স্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ে মমতার প্রাবল্যে, মানুষ আপনাকে হারাওয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। দুর্বল অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরা, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

[রাজশাহী বোর্ড '২০২২]

ক. 'রসনচৌকি' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না।'- কেন?

গ. মাতৃস্নেহের আধিক্যে "পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।" উদ্দীপকের এই মন্তব্যের সাদৃশ্যমূলক প্রভাব রয়েছে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রে- বুঝিয়ে লেখ।
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত মাতৃস্নেহের আধিক্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু গল্পের পরিণতিতে বৃত্তভাঙা ভিন্ন এক ব্যক্তি হিসেবে তাকে পাওয়া যায়।"- মন্তব্যটি তোমার মতামতসহ যাচাই কর।

সমাধান:

ক. 'রসনচৌকি' শব্দের অর্থ শানাই, ঢোল ও কাঁসি এই তিনটি বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্ট ঐকতানবাদন।

খ. বিয়েবাড়িতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান না হওয়া এবং বিয়ের সমস্ত আয়োজন ও আতিথেয়তা প্রত্যাশিত না হওয়ায় মামা বিয়েবাড়িতে ঢুকে খুশি হলেন না।

অনুপম-কল্যাণীর বিয়ের অনুষ্ঠানে অনুপমের মামা বরযাত্রীসহ উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন বিয়েবাড়িতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। কন্যার পিতা হিসেবে শম্ভুনাথ সেনের ব্যবহারটাও মামার কাছে নেহায়েত ঠান্ডা অনুভূত হয়। এমনকি তাঁর বিনয়টাও যথাযথ ছিল না। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, বাহ্যিক সৌন্দর্যও মামার ভালো লাগেনি। তৎকালীন সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবার হিসেবে বিয়েবাড়িতে কন্যাপক্ষের কাছেযতটা জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে আদর-আপ্যায়ন প্রত্যাশা করেছিলেন সেই তুলনায় তা স্বল্প হওয়ায় মামা বিয়েবাড়িতে ঢুকে খুশি হলেন না।

গ. মাতৃস্নেহের আধিক্যে "পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।"- উদ্দীপকের এই মন্তব্যের সাদৃশ্যমূলক প্রভাব রয়েছে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রে- মন্তব্যটি যথার্থ।

মা সন্তানকে অধিক স্নেহ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সন্তানকে শুধু স্নেহ করলেই চলে না, সেই সঙ্গে সন্তানকে শাসন ও সুশিক্ষাও দিতে হয়। কারণ অতিরিক্ত স্নেহ সন্তানকে লাগামছাড়া করে দেয় যা সন্তানের জন্য ভালো নয়। অধিক স্নেহ সন্তানের অমঙ্গল ডেকে আনে।

সন্তানের পরিপুষ্টির জন্য মাতৃস্নেহ অপরিহার্য একথা ঠিক। কিন্তু স্নেহের আধিক্য সন্তানের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে করে সন্তান অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে সে অলস, ভীরা ও কাপুরুষ হয়ে পড়ে। উদ্দীপকে উল্লিখিত মাতৃস্নেহের আধিক্যে "পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়" কথাটির অনেকখানিই 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চরিত্রে দেখা যায়। বয়স সাতশ হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত স্নেহ-মমতায় বেড়ে ওঠা অনুপম যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। এসবের প্রধান কারণ মাতৃস্নেহের আধিক্য। তাই বলা যায়, প্রস্লোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত মাতৃস্নেহের আধিক্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু গল্পের পরিণতিতে বৃত্তভাঙা ভিন্ন এক ব্যক্তি হিসেবে তাকে পাওয়া যায়।"- মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা মানুষের বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ তখনই সুন্দর মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সে সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে অসীমের সন্ধান পায়। তখন মানুষের চিত্ত হয় ভয়শূন্য, আত্মা খুঁজে পায় মুক্তিরস্বাদ।

উদ্দীপকে অতিরিক্ত মাতৃস্নেহের কুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতিরিক্ত স্নেহ সন্তানের জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে একটা দেয়াল তুলে দেয়। সেই দেয়াল পার হয়ে সন্তানের সঠিক বিকাশ ঘটে না। সে অসহায় ও দুর্বল থেকে যায়। আর এই গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কারণে সে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকে। 'অপরিচিতা' গল্পের প্রথমার্ধে অনুপম চরিত্রে অনুরূপ সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। সে অন্যায় জানা সত্ত্বেও প্রতিবাদ না করে বিয়ের আসর থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে যায়। অনুপম একটি নির্দিষ্ট বলয়ে আটকে ছিল, কিন্তু গল্পের শেষে অনুপম তার মা ও মামার তৈরি দেয়াল ভাঙতে সক্ষম হয়েছে।

অপরিচিতা' গল্পে অবশেষে অনুপম তার মামা এবং মামার পরামর্শ ত্যাগ করে পূর্বের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে কল্যাণী ও তার পিতার কাছে। উদ্দীপকে মাতৃস্নেহের যে সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, অনুপম চরিত্রে তার প্রমাণ মিললেও গল্পের শেষার্ধে অনুপম সেই সীমাবদ্ধতা ভাঙতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রস্নোক্ত মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন- ৪: সবেমাত্র ডাক্তারি পাস করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগদান করেছে পরেশ। এর মধ্যেই তার বাবা তাকে না জানিয়ে পাশের গ্রামের সুন্দরী শিক্ষিতা এক মেয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। ঘটকের মাধ্যমে পরেশ জানতে পেরেছে, ঘর সাজিয়ে দেওয়া ছাড়াও বরপক্ষকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়ার কথা রয়েছে। সবকিছু জানার পর, কোনো বিনিময় ছাড়াই পরেশ বিয়ের পক্ষে মত দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার কথা সবাই মেনে নেয়।

[কুমিল্লা বোর্ড: ২০২২]

ক. বিবাহ ভাঙার পর হতে কল্যাণী কোন ব্রত গ্রহণ করে?

খ. "এটা আপনাদের জিনিস, আপনাদের কাছেই থাক।"- এরূপ মন্তব্যের কারণ কী?

গ. উদ্দীপকের পরেশ 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের বিপরীত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'অপরিচিতা' গল্পের উদ্দিষ্ট চরিত্র যদি উদ্দীপকের পরেশের মতো হতো, তাহলে গল্পের পরিণতি কেমন হতো? বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

ক. বিবাহ ভাঙার পর হতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে।

খ. "এটা আপনাদের জিনিস, আপনাদের কাছেই থাক।"- অনুপমের মামাকে উদ্দেশ্য করে এ মন্তব্যটি করেছেন কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেন।

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর পিতা যখন দেখেন যে বরের মামা কন্যার গহনা যাচাই করার জন্য সঙ্গে করে সেকরা নিয়ে এসেছেন তখনই মেয়ের বাবা শম্ভুনাথ সেন সিদ্ধান্ত নেন যে, এমন লোভী ও হীন মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের ঘরে মেয়ে দেবেন না। কন্যাপক্ষের সমস্ত গহনা একে একে পরীক্ষা করা শেষ হলে

শম্ভুনাথ সেন একজোড়া কানের দুল সেকরাকে পরীক্ষা করতে বলেন। সেকরা জানায় এ দুলে সোনার পরিমাণ অনেক কম আছে। ঐ কানের দুল অনুপমের মামা মেয়েকে আশীর্বাদ করার সময় দিয়েছিলেন। শম্ভুনাথ সেন অনুপমের মামার হাতে কানের দুল জোড়া দিয়ে প্রয়োক্ত কথাটি বলেন। এ ঘটনায় অনুপমের মামা অপমানিত বোধ করেন।

গ. উদ্দীপকের পরেশ 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রের বিপরীত।

যথার্থ মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ কখনই অসংগতিকে মেনে নিতে পারেন না। যদি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কেউ হন তবে তিনি নিজে থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আর যে ব্যক্তি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না তার জীবন হয় ব্যর্থ ও হতাশাগ্রস্ত।

উদ্দীপকের পরেশ একজন বেসরকারি চাকরিজীবী। বাবা-মায়ের পছন্দের শিক্ষিতা সুন্দরী এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় যৌতুক নেওয়ার বিনিময়ে। সবকিছু জানার পর পরেশ বিনিময় ছাড়া বিয়েতে রাজি হয় এবং তার প্রস্তাবে সবাই সম্মতি দেয়। অন্যদিকে 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম একজন ব্যক্তিত্বহীন মানুষ। সে তার মা ও মামার কথার বাইরে যেতে পারে না। চোখের সামনে অন্যায় হতে দেখেও প্রতিবাদ করতে পারে না। সে শিক্ষিত হলেও নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, যে কারণে কল্যাণীর সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙে যায়। এমনকি বিয়ের সভা থেকে আতিথেয়তা সম্পন্ন করে কল্যাণীর পিতা শম্ভুনাথ সেন মেয়েকে ব্যক্তিত্বহীন ছেলের কাছে সম্প্রদানে অসম্মতি জানান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পরেশ 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রের বিপরীত।

ঘ. 'অপরিচিতা' গল্পের উদ্দিষ্ট চরিত্র যদি উদ্দীপকের পরেশের মতো হতো, তাহলে গল্পের পরিণতি ভিন্ন হতো। স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সাহস ও উন্নত মানসিকতা। যাদের সেই সাহস নেই তারা সহজেই অন্যের কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দেয়। চোখের সামনে অন্যায় দেখলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা এর প্রতিবাদ করতে পারে না।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম শিক্ষিত হলেও একজন ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। সে পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। সে তার মা ও মামার ওপর নির্ভরশীল। গল্পের প্রথমার্ধে অনুপম চরিত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। মামার মতামতের ওপর ভিত্তি করে অনুপমের বিয়ের দিন ধার্য হলেও যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে মেয়ের বাবা কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতি জানান। সবকিছু দেখেও অনুপমের নীরব ভূমিকা তার ব্যক্তিত্বহীনতা প্রকাশ করে। সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না বলে বিয়ের আসর থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে আসে। অপরদিকে উদ্দীপকের পরেশ চরিত্রে ফুটে উঠেছে অনুপমের বিপরীত চরিত্র। সে বিনিময় ছাড়াই বিয়ের পক্ষে মত দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এমনকি পরেশের সিদ্ধান্তই পরিবার মেনে নেয়।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুবক হতো তাহলে কল্যাণী লগ্নভ্রষ্ট হতো না এমনকি অনুপমেরও বিয়ের আসর থেকে ফিরে আসতে হতো না। তাই বলা যায়, 'অপরিচিতা' গল্পের উদ্দিষ্ট চরিত্র যদি উদ্দীপকের পরেশের মতো হতো, তাহলে গল্পের পরিণতি ভিন্ন হতো।

প্রশ্ন- ৫:

"ধলেশ্বরী নদীর তীরে পিসিদের গ্রাম
তীর দেওরের মেয়ে
অভাগার সাথে তার বিবাহ ছিল ঠিকঠাক
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল-
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষা পেল
আমি তথৈবচ
ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।"

[সিলেট বোর্ড ২০২২]

ক. কল্যাণীর পিতার নাম কী?

খ. "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন।"- ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুপমের কল্পনায় অপরিচিতার সাথে উদ্দীপকের মেয়েটির তুলনা কর।

ঘ. 'সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে'- এ চরণের আলোকে বুঝিয়ে লেখ যে, উদ্দীপকের নায়কের মতো অনুপমের বিরহের জন্য নিজের অক্ষমতাই দায়ী।

সমাধান:

ক. কল্যাণীর পিতার নাম শম্ভুনাথ সেন।

খ. "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন।"- উক্তিটি শম্ভুনাথ সেন বরের মামাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বিয়ের গহনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য অনুপমের মামা সেকরা নিয়ে বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হন এবং গহনা পরীক্ষা করে দেখেন। মেয়ের বিয়েতে বাবা বেশি খাদ মেশানো সোনা দেবে বা মেয়ের বিয়ের গহনায় চুরি করবে বলে যারা মনে করে তাদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন শম্ভুনাথ সেন। তিনি বরপক্ষকে খাওয়ানো শেষ করে বিদায় দেওয়া উপলক্ষে গাড়ি ডাকার কথা বললে বরের মামা কিছু বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হয়ে শম্ভুনাথ বাবু ঠাট্টা করছেন কি না জানতে চান। জবাবে তিনি প্রয়োক্ত উক্তিটি করেন।

গ. অনুপমের কল্পনায় অপরিচিতার সাথে উদ্দীপকের মেয়েটির বিয়ে ভাঙা সত্ত্বেও পাত্রের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়ার বিষয়টির মিল লক্ষ করা যায়।

বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মানুষের যাবতীয় সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন মানুষের স্বপ্ন একবার ভেঙে গেলে সে পুনরায় স্বপ্ন দেখতে সংকোচবোধ করে। যে কারণে সে আপন সত্তার অপমান ঘটতে না দিয়ে জীবন পলাতক হিসেবে পরিচয় বহন করে।

উদ্দীপকে অভাগার সাথে পিসির দেওরের মেয়ের বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির হলো। কিন্তু অভাগা নিজের যোগ্যতার বিচার সাপেক্ষে মেয়ের জীবন বা ভবিষ্যৎ শঙ্কামুক্ত রাখার নিমিত্তে বিয়ের লগ্নে পালিয়ে গেল। অভাগা জীবন-পলাতক হলেও সে তার পিসির দেবরের মেয়েকে হৃদয়ে ধারণ করে। অন্যদিকে 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হয়, কিন্তু বিয়ে হয়নি। বিয়ে না হলেও সম্বন্ধযুক্ত পাত্র অনুপম কল্যাণীকে ভালোবেসে

নিজ হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। নিজের ব্যক্তিত্বহীনতাকে স্বীকার করে সারাটা জীবন কল্যাণীকে কল্পনায় রেখে জীবনের পথ অতিক্রম করেছে। বিয়ে ভেঙে গেলেও উদ্দীপকের মেয়েটি এবং কল্যাণী উভয়ই উভয়ের নির্ধারিত পাত্রের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল। তাই এ বিষয়টির মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ. 'সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে'- এ চরণের আলোকে উদ্দীপকের নায়কের মতো অনুপমের বিরহের জন্য নিজের অক্ষমতাই দায়ী। মন্তব্যটি যথার্থ।

সঠিক সময়ে সঠিক কাজ না করলে কখনই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব না। এজন্য সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজের যোগ্যতাবলে অনুকূলে আনতে না পারলে জীবনভর অনুশোচনায় ভুগে মরতে হয়।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ে ভেঙে গেলে সে বিরহে জর্জরিত হয়। তবে অনুপমের বিরহের জন্য সে নিজেই দায়ী। বিয়ের সভায় যৌতুক নিয়ে গোলযোগ বাধলে সেখানে অনুপম নীরব ছিল। সে কারণে কল্যাণীর বাবা কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করেন। অন্যদিকে উদ্দীপকেও অভাগা নিজের অযোগ্যতা অনুধাবন করতে পারে এবং বিয়ো লগ্নে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের অভাগার বিরহের জন্য তার অযোগ্যতাই দায়ী। 'অপরিচিতা' গল্পে মনস্তাপে বা বিরহে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবক অনুপম। তার বিরহের জন্য সে নিজেই দায়ী, কারণ বিরহের মূল কারণ তার অক্ষমতা। তাই বলা যায়, 'সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে'- এ চরণের আলোকে উদ্দীপকের নায়কের মতো অনুপমের বিরহের জন্য তার নিজের অক্ষমতাই দায়ী। সুতরাং মন্তব্যটি যথার্থ।